বাবে জান্নাত

তরিকায়ে নকশবন্দিয়া, মোজাদ্দেদিয়া, কাদরিয়া, চিসতিয়া ও ওয়ায়েছিয়া মোতাবেক নিত্য-উপাসনাদির সংক্ষিপ্ত বিবরণ

সংকলনে ঃ

পীরজাদা শাহ্ মুহাম্মদ গোলাম মুরতুজা

এজাজতক্রমে

গদ্দিনশীন পীর

শাহ্ মুহাম্মদ শামসুল আলম

(মাদ্দাজিল্লেহু কেবলাজান)

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

নাহমাদুহু ওয়ানুসাল্লি আলা রাসুলিহিল কারিম

বাবে জান্নাত

তরিকায়ে নকশাবন্দিয়া, মোজাদ্দেদিয়া, কাদরিয়া, চিসতিয়া, ও ওয়ায়েছিয়া মোতাবেক নিত্য-উপাসনাদির সংক্ষিপ্ত বিবরণ

সংকলনে

পীরজাদা শাহ্ মুহাম্মদ গোলাম মুরতুজা

এজাজতক্রমে

গদ্দিনশীন পীর

শাহ্ মুহাম্মদ শামসুল আলম

(মাদ্দাজিল্লেহা কেবলাজান)

সিঙ্গেরগাড়ী জহুরীয়া দরবার শরীফ

আস্তানে আজিজিয়া, ছমির-নগর

থানা ঃ কিশোরগঞ্জ, নীলফামারী।

বাবে জান্নাত
পীরজাদা শাহ্ মুহাম্মদ গোলাম মুরতুজা

এজাজতক্রমে
গদ্দিনশীন পীর
শাহ্ মুহাম্মদ শামসুল আলম
(মাদ্দাজিল্লেহা কেবলাজান)

প্রকাশক ঃ
মোঃ আসাদউল্লাহ
গ্রাম ঃ ক্ষিদ্রমাটিয়া, পোঃ সোহাগপুর
থানা ঃ বেলকুচি, জেলা ঃ সিরাজগঞ্জ।

স্বত্ব ঃ
প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

প্রকাশকাল ঃ
১লা ফেব্রুয়ারী, ২০০০ ইং
১৯ মাঘ ১৪০৬ বাং

প্রচ্ছদ নক্সা ও মুদ্রণে ঃ
সাঈদ আখন্দ
সুপার প্রিন্টার্স
৪৮/৭ আর কে মিশন রোড
ঢাকা-১২০৩ ফোন ঃ ৯৫৬১১৭৮

সহযোগিতায় ঃ
গাজী এ, জেড, এম, শামিম
ওরিয়েন্ট এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট কোং লিঃ
১২৬ মতিঝিল বা/এ (৩য় তলা), ঢাকা-১০০০

প্রাপ্তিস্থান ঃ
- **সিঙ্গেরগাড়ী জহুরীয়া দরবার শরীফ**
  আস্তানে আজিজিয়া, ছমির-নগর
  থানা ঃ কিশোরগঞ্জ, নীলফামারী।
- **বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় শিল্প সমিতি**
  সমবায় সদন
  ৯/ডি, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০
  ফোন ঃ ৯৫৫০৫৪৫

হাদিয়া ঃ ২৫.০০ (পঁচিশ) টাকা মাত্র।

প্রকাশকের কথা

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি সমুদয় জগতের প্রতিপালক। ছালাম আলাফে রাসুল (সঃ) ও মিল্লাতে ইব্রাহিম (আঃ)-এর প্রতি।

সিঙ্গেরগাড়ী জহুরিয়া দরবার শরীফের বর্তমান গদ্দিনশীন পীর কেবলা জ্ঞানের ভাণ্ডার **হযরত শাহ্‌সুফী মুহাম্মদ শামসুল আলম** (মাদ্দাজিল্লেহা কেবলাজান) এর জ্যেষ্ঠপুত্র পীরজাদা **শাহ্ মুহাম্মদ গোলাম মুরতুজা** তরিকার এ অমূল্য গ্রন্থখানা লিখে আমাকে প্রকাশের দায়িত্ব দেয়ায় আমি কৃতার্থ।

আধ্যাত্মিক জগতের উদীয়মান নক্ষত্র পীরজাদা শাহ্ মুহাম্মদ গোলাম মুরতুজার বয়স এখনও তারুণ্য অতিক্রম করেনি। তিনি এ বছর ফাজেল ক্লাশের ছাত্র, অথচ তাঁর আমল, আখলাক, আদব-কায়দা, আচার-আচরণ, নম্রতা-ভদ্রতা, সাহস ও ধৈর্য্য, মেধা ও জ্ঞান আকাশ ছোঁয়া। তাঁর সাহচর্য্যে যিনি এসেছেন তিনিই মুগ্ধ, আমিও মুগ্ধ। তাঁর সংকলিত তরিকায়ে নক্‌শাবন্দিয়া, মোজাদ্দেদীয়া, কাদরিয়া, চিসতিয়া ও ওয়ায়েছিয়া মোতাবেক নিত্য-উপাসনাদির সংক্ষিপ্ত বিবরণ **'বাবে জান্নাত'** গ্রন্থখানা তরিকার আমলকারীদের জন্য একটি দলিল বিশেষ।

সকল মুসলমান ভাই-বোনদের দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ হাসিলের উছিলা হিসাবে গ্রন্থখানা পাঠ ও সে মোতাবেক আমল করার জন্য পরম করুণাময় আল্লাহ্‌র দরবারে আমি প্রার্থনা করছি।

আমি গ্রন্থখানা প্রকাশের দায়িত্ব পাওয়ায় চিরদিন নিজেকে ধন্য মনে করব। গ্রন্থখানার লেখক, পাঠক ও আমলকারীগণের নিকট আমি দোয়া প্রার্থী।

তারিখ ঃ
ঢাকা, সোমবার।
১১/১০/১৪০৬ বাং
২৪/০১/২০০০ ইং

[মোঃ আসাদউল্লাহ]
প্রকাশক

পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের সংক্ষিপ্ত অজিফাঃ

ফজরঃ বাদ নামাজ ফাতেহা শরীফ ও তার মুনাজাত।

খতম শরীফঃ পরে সুরা মোজাম্মেলর শেষ আয়াতের শেষাংশ।

যোহরঃ শুধু আল্লাহ ইছমেজাত জিকির, নফি ইছবাত জিকির।

আছরঃ তওবা আছতাগ ফিরুল্লাহ রাব্বি মিনকুল্লে যানবাও ওয়াতুবু ইলায়হে ১০১ বার। আল্লাহু ইছমেজাত জিকির ও নফি ইছবাত জিকির।

মাগরিবঃ নফল নামাজ বকসায় দেওয়ার পর ফাতেহা শরীফ ও তার মোনাজাত। তাওবা ১০১ বার আল্লাহু ইছমেজাত জিকির ও নফি ইছবাত জিকির।

ইশাঃ বেতেরের পূর্বে অতিরিক্ত (দুই) রাকায়াত করে ৪ রাকায়াত নফল নামাজ পড়িয়া বকশাইয়া দেওয়ার পর বেতের পড়িবে। পরে শুধু ৫০০ বার দরুদ শরীফ পাঠ করিবে।

দরুদ শরীফঃ আল্লাহুম্মা ছাললে আলা ছাইয়্যেদেনা মোহাম্মাদেন অছিলাতে এলায়কা ওয়া-আলিহি ওয়া ছাল্লিম। পরে সুরা মোজ্জাম্মেলের শেষ আয়াতের শেষাংশ পাঠ করিবে। উক্ত দরুদ ফাতেহা শরীফে ও পড়িবে।

দরুদ শরীফের মোরাকাবাঃ চোখ, মুখ, কান বন্ধ করিয়া দুনিয়া ভুলে যাই, ধরি দেল, দেলের হাতে ধরি জনাব পীর বাবার কদম মোবারক, তার পায়ের ধুলি হই। ধুলির সাতে মিশে যাই। তার দেলের সাথে দেল, খেয়ালের সাথে খেয়াল, মিশে দেই। আল্লাহর কাছে কেঁদে কেঁদে কই, আল্লাহ পীর

বাবার দেল পাক, আমার দেল নাপাক নাকেছ। তার পাক দেলের সাথে আমার নাকেছ দেল মিশাইতে জানিনা। আল্লাহ তুই দয়া করে দুধ আর চিনির মতো মিশাইয়াদে। দুধ আর চিনি মিশাইলে যেমন ছাকিয়া পাওয়া যায় না, বাচিয়া বাহির করা যায় না, এক মিষ্টি পয়দা হয়, জনাব পীর সাহেব কেবলার দেলের তাছির, আমার দেলে ভরে দিয়া তোকে পাওয়ার হাউসের এক উৎকৃষ্ট মিষ্টি পয়দা করে দে। জনাব পীর সাহেব কেবলার দেলের হাতে ধরি, জনাব দাদা পীর কেবলার কদম মোবারক, তার পায়ের ধুলি হই, ধুলির সাথে মিশে যাই। তার দেলের সাথে দেল খেয়ালের সাথে খেয়াল মিশে দেই। শরীয়তের পর্দার সম্মুখে রাখিয়া জনাবা পীর ফুফী আম্মাজানের তায়েদ ও মদদ লইয়া, মোজাদ্দেদ পাকের দেলের সাথে দেল, খেয়ালের সাথে খেয়াল মিশে দেই। আর কই অছিলা ধরিয়া কান্দি, "মুর্শিদ আপন। পদতলে স্থান লইছি আশ্রয় গ্রহণ"।

ওহে দয়াল আলফেছানী মোদের লাগিয়া দয়ার নজরে দেখ দয়া যে করিয়া।

তারপর যাই মদীনা শরীফ, মোকছেদের মোকাম। পাক মদিনাতে গেলে, গোনার বদলে নেকি পাবে-

ইচ্ছা হয় যেন উড়ে যাই সোনার মদিনা।
চল যাই ও ভাই মন মোসাফির যাই মদিনা
আমার মনের বাসনারে যাই মদিনা
আমার দেলের বাসনারে যাই মদিনা
মদিনার ও পাক মাটি।
চোখে মুখে বুকে মাখি

হয়রতের রওজা মোবারকের ধুলি হই। ধুলির সাথে মিশে যাই। তার এক কদম মোবারক দেলের মাথায় ধরি, দেলের যত ময়লা জংগার আঁধার ভারী বোঝা, সব ছাফ হয়ে যায়। পোড়া কপাল ঘুচে যায়। জাহান্নাম বেচে যাই। আর এক কদম মোবারক চোখের মণি, মাথায় নিয়া যাই আল্লাহর দরবারে। সেখানে গিয়া আল্লাহকে কই হে আল্লাহ্! তুই বড় ধনি, তুই বড় দাতা, তুই বড় ছকি। আমি মিছকিন মহতাজ কাংগাল, তোর দরবারে অযোগ্য বলে তোর হাবিব পাকের অছিলা নিয়াছি, খালি হাত, খালি ঝুলি পেতেছি, তুই দয়া করে রহম কর, তোর জাত পাক হইতে হুজুর পাক (সাঃ) এর গায়রাতের ফায়েজ ধুম-ধামের সাথে, কুয়ত ও মহব্বতে হাবিব পাকের অছিলায় মোজাদ্দেদ পাকের দেল ভরে দাদা পীর সাহেব কেবলার দেল ভরে, আমার দের ভরে দে। দেলের ৪ পরদ ৭০ হাজার পর্দাছেদ করে ছোবেদা ক্বলবে পড়িতেছে। দেলের যত ময়লা জংগার, ভারী বোঝা, আধাঁর কাছওয়াত, জোলমাত সব ছাফ হইয়া যায়। ছাফ হইলে পাক্ হয়, পাক হইলে দেল হালকা হয়। হালকা পাতলা হইলে উপরে দিকে উরুজ হয়। উপরে আল্লাহর আরশ সেখানে গিয়ে আল্লাহ্কে কই আল্লাহ্ তোকে পাওয়ার জন্য হাবিব পাক সেই হাবিব পাকের হুবরে ত্রস্কের মহব্বতে আমার দেল ভরপুর করে দে। দেল হইতে গায়ের আল্লাহর যত মহব্বতের গাদ পুড়ে ছাই করে দে। আর আল্লাহ্ তুই তার দিদার দেখানে ওয়ালা। তার দিদার দেখায়ে দে, তার তরফ হইতে খাছ তওজ্জা এনায়েত কর। আল্লাহ্ তুই

এবং তোর ফেরেস্তারা তার উপর যে মহব্বত করিস, সেই মহব্বতের ছিকলে আমার দেলকে বেধে তার কদম মোবারকের সাথে জড়ায়ে দে। যেন দুনিয়া মউত কবর, হাসর, মিজান, সেরাত কোথায় ছাড়া না পড়ি। এমনি হাউসের সাথে তার উপর দরূদ পড়ার তওফিক এনায়েত কর। এখন খেয়ালের নজরে হুজুর পাকের চাঁদ মুখের দিকে তাকাইয়া তার কদম মোবাকর জড়ায়ে ধরে দেলের মুখে দরূদ শরীফ পড়ি, ৫০০ বার।

ফজরের পূর্বেঃ ২ রাকায়াত সালাতুস শুকুর, ও ২ রাকায়াত সালাতুত তওবা, নফল নামাজ পড়িয়া বকশানির পর তওবা আসতাগফিরুল্লাহ রাব্বি মিন কুল্লে জামবাও ওয়াতুবু ইলাইহি ১০১ বার। আল্লাহু ইসমেজাত জিকির, নফি ৫০০ বার, রহমতের জিকির ও রহমতের দরূদ ১০১ বার ও সিরাজুম মনিরার দরূদ ১০১ বার।

ফজরের পরেঃ ফাতেহা শরীফ, খতম শরীফ।

ফাতেহা শরীফের বিবরণঃ

বিসমিল্লাহ্ ১ বার।
তওবা ৭ বার।
বিসমিল্লাহ্ সহ সুরা ফাতেহা ৩ বার।
বিসমিল্লাহ্ সহ সুরা ইখলাস ১০ বার।
বিসমিল্লাহ্ ১ বার।
দরূদ শরীফ ১১ বার।

মোনাজাতঃ ইয়া আল্লাহ, আমি নাপাক মুখ, অশুদ্ধ জবানে ফাতেহা শরীফ পাঠ করিয়াছি। ইহার ভূল ত্রুটি মাফ করিয়া ইহার ছওয়াব টুকু সহি নজরানা স্বরুপ আমার পীর বাবা জানের অছিলায়, আমার দাদা হুজুর, পরদাদা হুজুর, তরিকতের সর্দ্দার ঈমামে রব্বানি, কায়েমে জবানী শায়েখ আহম্মদ সেরহিন্দি মোজাদ্দেদ আলফেছানী (রহঃ) ও খাজা বাহাউদ্দিন নকসাবন্দি (রহঃ) এর পাকছেনা ও মোবারক ছেনায় পৌঁছায়দিন। এনাদের অসিলায় ও খাতিরে মহব্বতে আমাদিগকে তরিকায় দাখিল করে বুজসুজ মিলাইয়া দিন। তরিকায় ফায়দা দিন, ফায়েজ দিন, রহমত দিন, বরকত দিন দিলছেনা খুলে দিন ও মর্তে দমতক এই তরিকায় কায়েম রাখুন। আমিন॥

খতম শরীফের বিবরণঃ

১০০ বার দরূদে মোজাদ্দেদি,

৫০০ বার লাহালা ওয়ালা কুয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্

১০০ বার ঐ দরূদ শরীফ।

দরুদে মোজাদ্দেদিঃ আল্লাহুম্মা সাল্লিয়ালা সাইয়্যেদিনা মুহাম্মাদিন সাইয়্যেদিল মুরসালিন, ওয়ালা মহিয়ে সুন্নতি মুজাদ্দেদ আল্‌ফিছানি (রহঃ) ইমামুত তরিকাতে আউলিয়ায়ে অল-কামিলিন।

খতম শরীফের মোরাকাবাঃ চোখ বন্ধ, মুখ বন্ধ করিয়া জিহবা তালুর সাথে লাগাইয়া, খেয়ালের নজরে আল্লাহ্ পাকের কুয়ত দিয়া দুনিয়ার সমস্ত চিন্তা হইতে নিজের দেলকে খালি করিয়া আল্লাহ্‌র জাত পাকের দিকে রুজু হইয়া, আদব, সাহস, বুদ্ধি ও মহব্বতের সাথে পীর সাহেব কেবলার দেলের সাথে দেল, খেয়ালের সাথে

সংশোধনীঃ-

দশম পৃষ্ঠার সাত লাইন পরঃ- গাউছ

এনাদের নেজবতে জরিয়তে যত অলী ~~গাউজ~~ কুতুব ইন্তেকাল করিয়াছেন তেনাদের পাক ছেনা, মোবারক ছেনায় পৌছাইয়া দিন।

খেয়াল মিশাইয়া তেনার অছিলা বা অছিলা দাদা পীর সাহেবের দেলের সাথে দেল, খেয়ালের সাথে খেয়াল মিশাইয়া পীর ফুফি আম্মাজানের তায়েদ ও মদদ লইয়া হযরত মোজাদ্দেদ পাকের দেলের সাথে দেল, খেলালের সাথে খেয়াল মিশাইয়া তেনার অছিলা করিয়া যাই মদিনা। মদিনা যাইয়া, মদিনার মাটির সাথে মাটি হইয়া হযরত (সাঃ) এর কদম মোবারকের ধুলির সাথে মিশে তেনার এক কদম মাথায় লইয়া আল্লাহ্‌র কাছে কান্দিয়া কান্দিয়া কই ও দয়ার আল্লাহ্‌ তোর জাত পাক হইতে দোছরী দায়রা কুয়তে এলাহীয়ার মোকাম হইতে তোর আপন কুয়তের ফায়েজ ধুমধামের সাথে কুয়ত ও মহব্বতের জালাল, হায়বত, আজমত ও গায়রাতের সাথে হাবিব পাকের অছিলা বা অছিলা, মোজাদ্দেদ পাকের দেল ভরে দাদা পীর সাহেবের দেল ভরে জনাব পীর সাহেব কেবলার দেল ভরে আমার দেল ভরে দে। দেলের যত ময়লা জংগার, ভারী বোঝা আধার কাছাওয়াত, জুলমাত, কু-খায়েশ, কু-নিয়ত, বদ মতলব দুরীভূত হইয়া দেল ছাফ হইয়া যায়। ছাফ হইলে পাক হয়, পাক হইলে হালকা হয়, পাক দেল হালকা পাতলা হইয়া উপরের দিকে উরূজ হয়। উপরে আল্লাহ্‌র আরশ। সেখানে যাইয়া আল্লাহকে কই আল্লাহ দেলের জমিন, অথচ পাপের আবাদ, পাপের ঘাস, পাপের টান, পাপের জঙ্গল, পাপের মহব্বত পাপের নালা, পাপের স্রোত, পাপের রগবত আর যত ডাল শিখর পাতা আগা মেলায় সমস্ত তোর কুয়তের নিরানী দিয়া নিড়ে, কুয়তের ঝারনা দিয়ে ঝেড়ে কুয়তের ছাকনা দিয়া ছেকে ছিজ্জিনে আবদ্ধ করে দে।

লাহাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ (৩ বার।)

লতিফাসমুহের বিরবণঃ

১ নং লতিফাঃ

প্রশ্নঃ প্রথম লতিফার নাম কি?

উত্তরঃ লতিফায়ে ক্বলব।

প্রশ্নঃ ইহা কোন স্থানে অবস্থান করে?

উত্তরঃ ইহা বাম স্তনের দুই আঙ্গুল নীচে, দুই আঙ্গুল ছিনার দিকে অবস্থিত।

প্রশ্নঃ ইহা কার মোকাম?

উত্তরঃ ইহা বাবা আদম (আঃ) এর মোকাম।

প্রশ্নঃ এখানকার জিকির কি?

উত্তরঃ আল্লাহু এছমেজাত। এই জেকের হরহালে করার নিয়ম।

প্রশ্নঃ ইহার মোরাকাবা কি?

উত্তরঃ মোরাকাবা- খেয়াল দেলের দিকে, দেল পীর বাবার দিকঃ পীর বাবার দেল আল্লাহর দিক। ইহাতে আনোওয়ারে জেকের এলাহিয়ার ফায়েজ প্রাপ্ত হয়।

প্রশ্নঃ ইহার হকিকত কি?

উত্তরঃ দেলে নূর পয়দা হওয়া।

প্রশ্নঃ নূরের রং কি?

উত্তরঃ নূরের রং জরদ, সোনালী বা হরিদ্রা বা সরিষা ফুলের মত।

প্রশ্নঃ ইহার তাছির কি?

উত্তরঃ ইহার তাছির কাঁন্না কাটি, দেল কাঁদবে, চক্ষু ঝরবে গোনাহ্ মাফ হইবে। ইহার বেরাম শরীয়ত খেলাপ করা বা আল্লাহ্ ভূলা হওয়া।

প্রশ্নঃ এই লতিফায় বেলায়েত প্রাপ্ত হইলে তাহার নাম কি?

উত্তরঃ আদমিউল মোশাররব।

প্রশ্নঃ আদমিউল মোশাররব কাহাকে বলে?

উত্তরঃ খোদার মর্জি ছালেক এই মোকামে বেলায়েত প্রাপ্ত হইলে তাহাকে আদমিউল মোশারবর বলে।

প্রশ্নঃ ইহার মুল স্থান কোথায়?

উত্তরঃ আলমে আমর, ছেফাতে কুদরতঃ মধ্যে এবং তাজাল্লিয়াতে আফযালের মধ্যে দায়রা আলমে খাল্‌ক আল্লাহ্‌কে পাইবার জন্য ইহা চেরাগ সাদৃশ্য।

প্রশ্নঃ ইহাতে কয়টি স্তর রহিয়াছে?

উত্তরঃ ইহাতে ৭টি স্তর রহিয়াছে।

যথাঃ ১। ক্বলব

২। সদর ক্বলব

৩। শ্বগফ

৪। ফুয়াদা

৫। ছুবেদা ক্বলব

৬। মুজহাতুল ক্বলব

৭। জান্নাতুল ক্বলব

ইহার উপরে চামড়া, তার নীচে মাংস, মাংসের নীচে হাড়, হাড়ের নীচে ৭০ হাজার নূরের পর্দা ক্রমান্বয়ে অতিক্রম করা কালিন, এক এক স্তরে ভিন্ন রূপ স্বভাব অনুমান করা যায়। স্তর গুলির পূর্ণ বিবরণ ছলুকের সময় নিজ মুরশিদ শিষ্যগণকে বাতাইবে। পীর ইচ্ছা করিলে, এই ক্বলবেই সমস্ত ছলুক শেষ করাইয়া কামালিয়াত হাছেল করিবার পথ সুগম করিতে পারেন।

এই লতিফায় হযরত বাবা আদম (আঃ) এর জীবনী জানা আবশ্যক। কারণ ছালেক্‌কে আদম (আঃ) এর মত চরিত্র গঠন করিতে হইবে। এই ছবকে হযরত আদম (আঃ) এর জিয়ারত আকাংখী হওয়া। অতিরিক্ত জেকের ও তওবা করা, চোখে এক বিন্দু পানি আসা ইত্যাদি এই লতিফার জাকেরের স্বভাব। ইহার পূর্ণ বিবরণ নিজ মুর্শিদের নিকট জানিয়া লইবেন।

২ নং লতিফা ঃ

প্রশ্নঃ দ্বিতীয় লতিফার নাম কি?

উত্তরঃ রুহু

প্রশ্নঃ ইহা কোন স্থানে অবস্থান করে?

উত্তরঃ ইহা ডান স্তনের দুই আঙ্গুল নিচে, দুই আঙ্গুল ছেনার দিকে ক্বলবের মত শরীরের অভ্যন্তরে অবস্থিত।

প্রশ্নঃ ইহা কার মোকাম?

উত্তরঃ ইহা হযরত ইব্রাহিম (আঃ) ও নুহ (আঃ) এর মোকাম।

প্রশ্নঃ এখানকার জিকির কি?

উত্তরঃ আল্লাহু এসমেজাত জেকের হরহালে জারী হইবে।

প্রশ্নঃ ইহার মোরাকাবা কি?

উত্তরঃ খেয়াল দুই লতিফার দিক, দুই লতিফা পীর বাবার দুই লতিফার দিক। পীর বাবার দুই লতিফা আল্লাহ্‌র দিক।

প্রশ্নঃ ইহার হকিকত কি?

উত্তরঃ নূর পয়দা হওয়া।

প্রশ্নঃ নূরের রং কি?

উত্তরঃ রক্ত জবার মত লাল।

প্রশ্নঃ এখানে কোন ফায়েজ হয়?

উত্তরঃ আনোয়ারে জেকের এলাহিয়ার ফায়েজ পরিলক্ষিত হয়।

প্রশ্নঃ ইহার তাছির কি?

উত্তরঃ এখানেও তাছির কাঁন্নাকাটি। বেরাম আল্লাহ্ ভূলা হওয়া। অতিরিক্ত জিকির ও তওবা বেরাম মুক্তির উপায় হইবে। খোদার মর্জি, এই মোকামে বেলায়েত প্রাপ্ত হইলে ইব্রাহিমীউল মোশাররব বলে। ইহার মুলের মূল স্থান, ছেফাতে হাকিকিয়া। ছবুতিয়ার রহিয়াছে।

৩ নং লতিফাঃ

তৃতীয়ঃ লতিফার নাম কি?

উত্তরঃ লতিফায়ে ছির-র।

প্রশ্নঃ ইহা কোন স্থানে অবস্থান করে?

উত্তর ঃ বাম স্তনের দুই আঙ্গুল উপরে, সামান্য শরীরের ভিতরে অবস্থিত।

প্রশ্নঃ ইহা কার মোকাম?

উত্তরঃ হযরত ঈসা (আঃ) এর উপর প্রকাশ হয়েছিল। ইহা তাহারই জেরে কদম।

প্রশ্নঃ ইহার জিকির কি?

উত্তরঃ আল্লাহু এছমেজাত।

প্রশ্নঃ ইহার মোরাকেবা কি?

উত্তরঃ খেয়াল তিন লতিফার দিকে, তিন লতিফা পীর বাবার তিন লতিফার দিকে। পীর বাবার তিন লতিফা আল্লাহ্‌র দিক। এখানে আনওয়ারে জিকির এলাহিয়ার ফায়েজ । তাছির কাঁন্না-কাটি।

প্রশ্নঃ ইহার হকিকত কি?

উত্তরঃ হকিকত নূর পয়দা হওয়া।

প্রশ্নঃ নূরের রং কি?

উত্তরঃ কানশিশার ফুলের মত সাদা।

প্রশ্নঃ ইহাতে মুক্তি পাওয়ার উপায় কি?

উত্তরঃ হযরত ঈসা (আঃ) এর জীবনী পাঠ পূর্বক অনুরুপ চরিত্র বান হইয়া, তাহার জেয়ারত অভিলাষী হওয়া আবশ্যক। আল্লাহ্‌ ভূলা হওয়াই ইহার একমাত্র বেরাম। খুব খেয়ালের সহিত আল্লাহ্‌র জেকের দ্বারা ঐ বেরাম মুক্তি পাওয়া সম্ভব। ছালেক এই মোকামে বেলায়েত প্রাপ্ত হইলে ঈসাবিউল মেশাররব বলা হয়। ইহার মূলের মূল ছাইয়ানেতে জাতিয়ার রহিয়াছে। ক্বলবের মত হর হালে জেকের করিবার নিয়ম।

৪ নং লতিফাঃ

প্রশ্নঃ চতুর্থ লতিফার নাম কি?

উত্তরঃ খফি।

প্রশ্নঃ ইহা কোন স্থানে অবস্থান করে?

উত্তরঃ ডান স্তনের দুই আঙ্গুল উপরে, সম্মুখে শরীরের ভিতর অবস্থিত।

প্রশ্নঃ ইহা কার মোকাম?

উত্তরঃ হযরত মুসা (আঃ) এর মোকাম।

প্রশ্নঃ মোরাকেবা কি?

উত্তরঃ খেয়াল চার লতিফার দিকে, চার লতিফা পীর বাবার চার লতিফার দিকে, পীর বাবার চার লতিফা আল্লাহ্‌র দিকে।

প্রশ্নঃ জিকির কি?

উত্তরঃ আল্লাহু এছমেজাত। এখানে আনওয়ারে জিকির এলাহীয়ার ফায়েজ, তাছির কান্না-কাঁটি।

প্রশ্নঃ হকিকত কি?

উত্তরঃ নূর পয়দা হওয়া।

প্রশ্নঃ নূরের রং কিং?

উত্তরঃ লাল। বেরাম আল্লাহ্‌ ভূলা হওয়া।

প্রশ্নঃ মুক্তির পথ কি?

উত্তরঃ অতিরিক্ত জিকির। মুসা (আঃ) এর জীবনী আলোচনা, জিয়ারত কামনা, ও তেনার চরিত্রের মত চরিত্রবান হওয়া। ইহার উদ্দেশ্য ক্বলবের মত হরহালে ইহার জিকির করিতে হইবে। অগ্নি ও খফির মূল একই স্থানে উপরে অবস্থিত ইহার মূলের মূল ছেফাতে ছলবিয়া। ছালেক এই মোকামে বেলায়েত প্রাপ্ত হইলে তাহাকে মুসাবিউল মোশাররব বলে।

৫ নং লতিফাঃ

প্রশ্নঃ পঞ্চম লতিফার নাম কি?

উত্তরঃ লতিফায়ে আখফা।

প্রশ্নঃ ইহার স্থান কোথায়?

উত্তরঃ ক্বলব ও রুহের মাঝ খানে শরীরের অভ্যন্তরে অবস্থিত।

প্রশ্নঃ ইহা কাহার মোকাম?

উত্তরঃ হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ) এর মোকাম।

প্রশ্নঃ ইহার মোরাকেবা কি?

উত্তরঃ খেয়াল পাঁচ লতিফার দিক, পাঁচ লতিফা পীর বাবার পাঁচ লতিফার দিক, পীর বাবার পাঁচ লতিফা আল্লাহর দিক।

প্রশ্নঃ জিকির কি?

উত্তরঃ আল্লাহু এছমেজাত। ক্বলবের মত হরহালে।

প্রশ্নঃ ফায়েজ কি?

উত্তরঃ আনওয়ারে জেকের এলাহিয়ার ফায়েজ।

প্রশ্নঃ হকিকত কি?

উত্তরঃ নূর পয়দা হওয়া।

প্রশ্নঃ নূরের রং কি?

উত্তরঃ সবুজ।

প্রশ্নঃ মুক্তির পথ কি?

উত্তরঃ ইহার বেরাম আল্লাহ্ হইতে গাফেল থাকা। খুব করে জিকির করাই ইহার তদবির। হুজুর (সাঃ) এর জীবনী আলোচনা করা, তেনার চরিত্রের মত চরিত্র গঠন করা ও তেনার জিয়ারত অভিলাষী হওয়া এই ছবকের মূল উদ্দেশ্য। ইহার তাছির কান্না-কাটি। অদৃশ্য জগতে মাটি ও আখফার মূল একই স্থানে অবস্থিত। ইহার মূলের মূল শানে জামে। এই মোকামে বেলায়েত পদ প্রাপ্তি হইলে ছালেককে মোহাম্মাদি-উল মোশাররব বলে। মোহাম্মাদি-উল মোশাররব শ্রেণীভূক্ত অলীগণ মাহবুব ও মোরাদ নামে অভিহিত হন।

৬ নং লতিফাঃ

প্রশ্নঃ ষষ্ঠ লতিফার নাম কি?

উত্তরঃ লতিফায়ে নফছ।

প্রশ্নঃ ইহার স্থান কোথায়?

উত্তরঃ পেশানিতে দুই ভুরুর মাঝ খানে ইহার স্থান।

প্রশ্নঃ ইহা কার মোকাম?

উত্তর ঃ জাত পাক ওয়াহদাতের মোকাম। এখানে ফানা ও বাকা লাভ হয়।

প্রশ্নঃ মোরাকেবা কি?

উত্তর ঃ লা মাকছুদা ইল্লাল্লাহ।

প্রশ্নঃ জিকির কি?

উত্তরঃ নফি এছবাতের জেকেরই ইহার জিকির। আনওয়ারে জিকিরে এলাহিয়ার ফায়েজ পরিলক্ষিত হয়।

প্রশ্নঃ হকিকত কি?

উত্তরঃ নূর পয়দা হওয়া। নূর পয়দা হইলেও নূরের রং নির্ণন করা যায় না।

প্রশ্নঃ ইহার রোগ কি?

উত্তরঃ শয়তানের তাবেদারী করা ও আল্লাহর জেকের হইতে গাফেল থাকা।

প্রশ্নঃ মুক্তির পথ কি?

উত্তরঃ দেল হইতে শয়তানকে তাড়াইয়া খুব কুয়তে আল্লাহ্র জেকের করাই মুক্তির পথ। সর্বক্ষন নিজেকে বিলীন করিয়া আল্লাহর মধ্যে প্রবেশ বা আল্লাহ্কে অতি নিকটে জানা, এই রুপ হওয়ার চেষ্টা

৬ নং লতিফাঃ

প্রশ্নঃ ষষ্ঠ লতিফার নাম কি?

উত্তরঃ লতিফায়ে নফছ।

প্রশ্নঃ ইহার স্থান কোথায়?

উত্তরঃ পেশানিতে দুই ভুরুর মাঝ খানে ইহার স্থান।

প্রশ্নঃ ইহা কার মোকাম?

উত্তর ঃ জাত পাক ওয়াহদাতের মোকাম। এখানে ফানা ও বাকা লাভ হয়।

প্রশ্নঃ মোরাকেবা কি?

উত্তর ঃ লা মাকছুদা ইল্লাল্লাহ।

প্রশ্নঃ জিকির কি?

উত্তরঃ নফি এছবাতের জেকেরই ইহার জিকির। আনওয়ারে জিকিরে এলাহিয়ার ফায়েজ পরিলক্ষিত হয়।

প্রশ্নঃ হকিকত কি?

উত্তরঃ নূর পয়দা হওয়া। নূর পয়দা হইলেও নূরের রং নির্ণন করা যায় না।

প্রশ্নঃ ইহার রোগ কি?

উত্তরঃ শয়তানের তাবেদারী করা ও আল্লাহর জেকের হইতে গাফেল থাকা।

প্রশ্নঃ মুক্তির পথ কি?

উত্তরঃ দেল হইতে শয়তানকে তাড়াইয়া খুব কুয়তে আল্লাহ্র জেকের করাই মুক্তির পথ। সর্বক্ষন নিজেকে বিলীন করিয়া আল্লাহর মধ্যে প্রবেশ বা আল্লাহ্কে অতি নিকটে জানা, এই রুপ হওয়ার চেষ্টা

করাই ছালেকের কর্তব্য হইয়া যায়। ইহার তাছির আল্লাহ্‌কে হাজের জানিয়া শতত আল্লাহ্‌র কাছে মাথা নত করা ও দেলে ডর পয়দা হওয়া। অদৃশ্য জগতে ক্বলবের সহিত ইহার স্থান উপরে অবস্থিত।

টিকাঃ ইহার মূলের মূল আল্লাহ্‌র রেজাবন্দি হওয়া এমত অবস্থায় ছালেক সর্বক্ষন পীরের সান্নিধ্যে থাকা বা সপ্তাহে এক দিন পীরের সহিত সাক্ষাৎ করা বা কোন জেকের মাহফিলে যোগদান করা আবশ্যক।

লতিফাগুলির সাধারণ মোরাকেবার নিয়মঃ

চক্ষুবন্ধ, কান বন্ধ, মুখ বন্ধ করিয়া ভূলে যাই দুনিয়া ও শরীর আর ভূলে যাই জায়নামাজ।খেয়াল ভূলে যাই, যে খেয়াল হাটে যায়, মাঠে যায়, ব্যবসায় যায়, দুনীয়াদারীতে যায়, সেই খেয়ালকে সমস্ত দিক হইতে ফিরাইয়া আনিয়া দেলের হাত দিয়া আদব, সাহস, বুদ্ধি ও মহব্বতের সহিত ধরি পীর বাবার কদম মোবারক। তার পায়ের ধুলি হই। ধুলির সাথে মিশে তার খেয়ালের সাথে খেয়াল, লতিফা সমুহের সাথে লতিফাসমুহ মিশাইয়া দিয়া বলি আল্লাহ্‌ আমার লতিফাগুলি নাপাক পীর বাবার লতিফা পাক, তার পাক লতিফার সহিত আমার নাপাক লতিফা মিশেনা, তাই তুই দয়া করে আমার পীর বাবার লতিফার সাথে আমার নাপাক লতিফা মিশে দে। দুধ আর চিনি যেমন মিশে যায় ছাকিয়া বাহির করা যায় না। নতুন স্বাদ পয়দা হয়, সেইরূপ তুই আমার দেলে হাউসের মিষ্টি পয়দা করে দে। তার পর পীর বাবার দেলের হাত দিয়া ধরি দাদা পীরের কদম

মোবারক। আদব, সাহস বুদ্ধি ও মহব্বতের সাথে তেনার খেয়ালের সাথে খেয়াল, দেলের সাথে দেল লাগাইয়া অনুরূপ ভাবে পর দাদা পীরের অছিলা করিয়া শরীয়তের পর্দা সামনে রেখে জনাবা ফুফি আম্মাজানের তায়েদ ও মদদ লইয়া মোজাদ্দেদ পাকের খেয়ালের সাথে খেয়াল, দেলের সাথে দেল, লাগাইয়া যাই মদিনা মনোয়ারা। যেখানে গেলে গুনার বদলে নেকি পাওয়া যায়। মোকছেদের মোকাম, ঐ মদিনা শরীফের খাক হই। হযরত (সাঃ) এর এক কদম মোবারক আপন লতিফায় ধরি। আর একখানা কদম মোবারক ধরি পোড়া কপালে, অন্ধকার দেল উজালা হয়। যাই আল্লাহর দরবারে। আল্লাহ্ ছয় দিকে ঘেরা, মধ্যে ভরা, "নাহনু আকরাবু ইলাইহি মিন হাবলিল ওয়ারিদ" আল্লাহ্ প্রত্যেক ছওয়ারীর ঘাড়ের উপরে, জানের চেয়ে নিকটে, রক্ত গরম তার চেয়ে নিকটে, শাহারগের চেয়ে নিকটে, সর্বপরি আল্লাহ্ প্রত্যেকের ধারণার নিকটে। তাই আল্লাহ্কে নিকটে জানিয়া দেলের গলায় গামছা বাঁধিয়া দেলের হাত পাতিয়া ফকিরের ন্যায়, মিছকিনের ন্যায় আল্লাহ্র কাছে কান্দিয়া আরজু করি। আল্লাহ্ তুই বড় দাতা, তুই বড় দয়াল, তুই বড় ছকি, তুই বড় ধনী। দুনিয়ার কোন ধনী, দাতা, দয়াল কোন দিন কোন মিসকিনকে ফেরত দেয় না। তাই আমি মহতাজ কাঙ্গাল তোর দরবারে অযোগ্য বলে, তোর হাবিব পাকের অছিলা করিয়া খালি হাত, খালি ঝুলি পাতিয়াছি। তুই দয়া করে তোর জাত পাক হইতে আনওয়ারে জেকের এলাহিয়ার ফায়েজ, কুয়ত ও মহব্বতে তোর হাবিব পাকের দেল ভরে, মোজাদ্দেদ পাকের দেল ভরে, পর দাদা পীর, দাদা পীর ও পীরবাবা জানের দেল ভরে আমার দেলে পড়িতেছে। আমার লতিফার ভারী বোঝা কাছওয়াত জুলমাত ছাফ

হইয়া যায়। ছাফ হইলে পাক হয়, পাক হইলে হাল্‌কা হয়, হালকা হইলে পাতলা হয়, পাতলা হয়ে উপরের দিকে উঠে, উপরে আল্লাহর আরশ, সেখানে গিয়া আল্লাহ্‌কে কই আল্লাহ্‌ তোর পাক নাম আমার লতিফায় জারী করে দে। উপরোক্ত মোরাকাবার নিয়ম পাঠ করিয়া আপন লতিফা বা ছবকের নাম উচ্চারণ করিয়া আনওয়ারে জেকের এলাহীয়ার ফায়েজ প্রার্থনা করিয়া, পঞ্চম লতিফা পর্যন্ত একই নিয়মে চলিবে। শুধু যাহার যে কয় ছবক, সেই কয় ছবক উচ্চারণ করিয়া মাথা বাম দিকে হালাইয়া, জিহ্বা তালুর সাথে লাগাইয়া শ্বাস বন্ধ করিয়া সমান তরে জোরের সহিত আল্লাহ্‌র জেকের করিবে। শ্বাস না কুলাইলে 'হু' বলে ছেড়ে দিবে। এই রূপে কয়েক মর্ত্তবা করিবে। শুধু নফছের বেলায় নফি এছবাতের নাম উচ্চারণ করিবে। ফায়েজ পঞ্চম লতিফার মত চলিবে। শুধু বলিবে আমার নফি এছবাতে তোর পাক্‌ নাম সমান তরে জারী করে দে। তোর নূরে ভরপুর করে দে।

নফির জেকের- লা মাকছুদা ইল্লাল্লাহ্‌।

ষড় ছবকের নক্‌শা

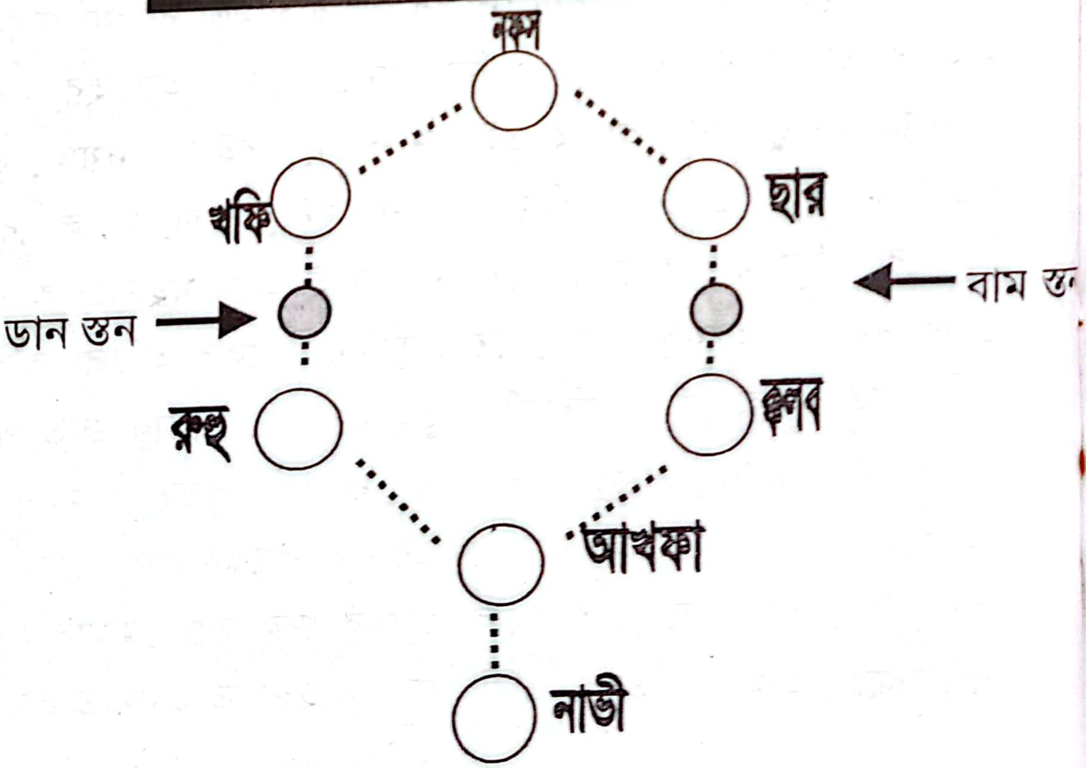

লতিফাসমূহের মধ্যে মোর্শেদ প্রথম ক্বলবে তাওয়াজ্জাহ দেন। মোর্শেদ নিজের দেলের তাছির, মুরীদের দেলে জোরের সহিত নিক্ষেপ করেন। যেমন- দিয়াশলাই এর কাঠি শলাইয়ে ঘষিলে অগ্নি পয়দা হয়। অনুরূপ মুরিদের দেলের সহিত পীরের দেলের ঘর্ষণ হইলে অগ্নি স্ফুলিং দেখা দেয়। দেলে ভয়ের সহিত জেকের জারী হয়। ইহাতে অনেকে বে-এখতিয়ারীর সহিত ছটপট করে, লাফা লাফি করিতে থাকে। ইহা শুধু হৃদয়ের মুখ সংকীর্ণতার জন্য হইয়া থাকে। আস্তে আস্তে মশ্‌ক করিলে দেলে নুর পয়দা হয়। এক নং লতিফা যখন, মুরীদের আওতায় আসে, তখন মুর্শিদ একের পর এক করে ছয় লতিফায় তাওয়াজ্জাহ্ দান করেন। যখন মুরিদের এই ছয় লতিফা আপন ক্বলবে আসে, তখন ছয় লতিফার তাওয়াজ্জাহ একত্রে নিক্ষেপ করেন। তখন দেল রওশন হয়। তারপর নফি এছবাতের জিকির দ্বারা ছয় লতিফার নালা পরিষ্কার করিয়া অবাধে এক লতিফা হইতে অন্য লতিফায় যায় এবং ছায়ের করিতে পারে। এই রুপে প্রতিবন্ধক নিঃশ্বেস হইলে বাকি লতিফায়ে এক এক করিয়া বা এক সাথে মুরিদের সর্ব শরীরে নিক্ষেপ করে।

সর্ব শরীরের জেকের জারী হইলে, অন্ধকার রাত্রে জোনাকী পোকা যেমন আলো দিয়া শোভা বাড়ায় এবং ঝি ঝি পোকা ঘুমের নূপুর বাজায়, তেমনি জাকেরের সাড়া শরীর অরণ্যে এক জ্যোতিঃ পরিলক্ষিত হয়। আল্লাহ্ আল্লাহ্ নামের জেকের যেন সাড়া শরীরে এক অমৃত সুধার সওদা ফেরী করিয়া বেড়ায়, এ অবস্থায় জাকের অনেক সময় বিবি, বাচ্চা, দুনিয়া, শরীর, খানাপিনা সব ভূলে আল্লাহ্‌কে পাবার আশায় ছাগহারা হরিনীর ন্যায় ছুটাছুটি করিতে থাকে। যাহারা আল্লাহ্ প্রসঙ্গ লইয়া কথা বার্তা বলে, তাহাদের কাছে

গিয়া বসে। কিছু ভাল লাগে না, অন্য কথা (দুনিয়াদারী) হইলে সরিয়া পড়িবার মন চায় কেহ বেখুদীতে মগলুবুল-হালের উপর পাগলের মত প্রলাপ বকে। কারণ তাওয়াজ্জাহর তাছিরে দেলের পর্দা ফেটে গিয়া আরশতক রাস্তা হয়। সোজা আরশ দর্শণে এইরূপ অবস্থা হয় যে, হরিণীর যেমন মৃগ নাভী হইলে বুঝিতে পারে না, যে এই কস্তুরীর গন্ধ কোথা হইতে আসিতেছে। গন্ধের মদিরায় মাতালের মত দেয় ছুট। আধার হইতে উজালা যেমন উত্তর দুনিয়ার কিঞ্চিত রুপ।

আরশ হইতে অতি নগন্য কাজেই যাহারা আরশ দর্শণে সক্ষম হইয়াছেন তাহাদের সামনে দুনিয়া তুচ্ছ। তাই আমার পীর বাবা বলিয়াছেন, যদি কোন জাকের উর্দ্ধের কোন বেলায়েত ত্বয় করিতে না পারে, আর যদি এত দূর পর্যন্ত পৌঁছে তবে তার জন্য ইহাই যথেষ্ট। কিন্তু যাহারা অছিলা ধরিয়া আজও দেল খুলিতে সক্ষম হয় নাই, তাহারা ইহার মর্ম বুঝিবে না। অন্ধের সামনে, দর্পণ ধরিলে যেমন দর্পণের প্রতিবিম্ব দেহের অবিকল হয় তাহা অন্ধকে বুঝান যায় না, তেমনি তত্ত্বজ্ঞ ব্যতিরেখে এই সাধের কথা বুঝান কঠিন।

নফি এজবাতের নক্শা

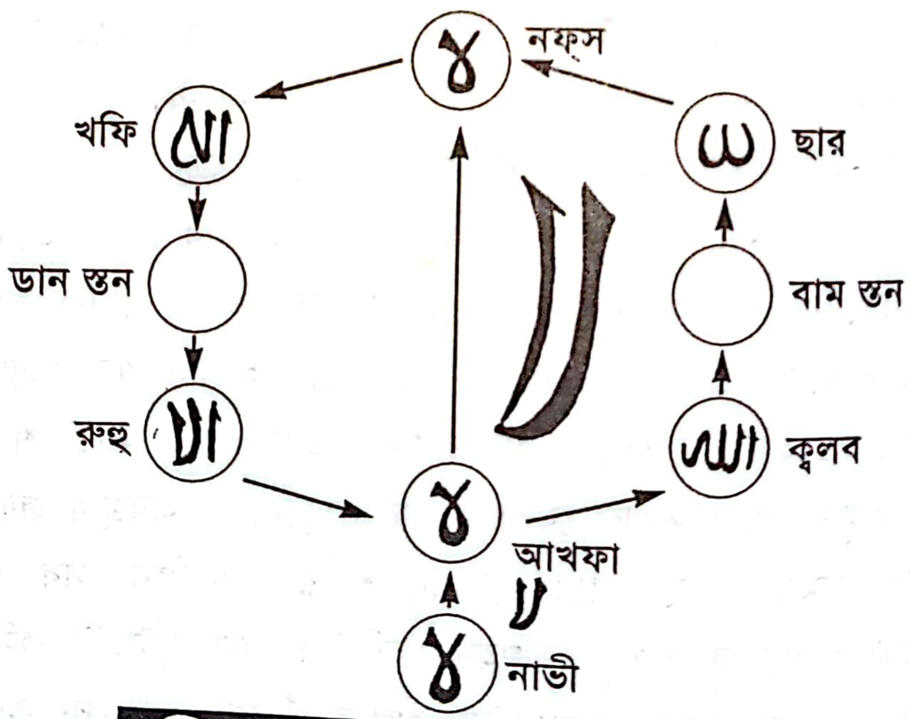

নফির নক্শা বিবরণঃ

লা ইলাহা ইল্লালাহু- কালেমার 'লা' শব্দ নাভী হইতে খেয়ালের সাথে খিচিয়া আখফা ভেদ করিয়া লতিফা নফছ পর্যন্ত পৌঁছাইবে।

"ইলাহা" শব্দ খেয়ালের সহিত আরম্ভ করিয়া লতিফা খফি ভেদ করিয়া রূহ তক পৌছাইবে। "ইল্লাল্লাহ" শব্দ খেয়ালের সহিত রুহ হইতে আরম্ভ করিয়া আখফা ভেদ করিয়া ক্বলবে থামিবে। থামিবার সময় যে ধাক্কা হইবে তাহার চোট ছের পর্যন্ত পৌঁছবে।

নফি এসবাতের নিয়ম

ছালেক ছয় লতিফা সমভাবে খেয়ালের সহিত নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া, জিহবা তালুর সহি লাগাইয়া, চোখ মুখ বন্ধ করিয়া, নাভী মূল হইতে শ্বাস টানিয়া লইয়া বন্ধ করিতে হইবে। এই নাভী মূল হইতে "লা"র তীর লতিফা আখফা ভেদ করিয়া, নফ্ছ ভেদ করিয়া এই দুই লতিফায় আল্লাহ ভুলানোর যত পথ আছে, আল্লাহ ছাড়া যত গায়ের আল্লাহর মহব্বত দেলের দুষমন, "লা"র তরবারী দ্বারা কাটিয়া ছাফ করিয়া দিয়া সাত তবক আছমান ভেদ করিয়া "লা" মোকাম পর্যন্ত চালিয়া গেল। "ইলাহার" তীর লতিফা নফ্ছ হইতে শুরু করিয়া খফির মধ্য দিয়া রুহ ভেদ করিয়া উপরোক্ত লতিফাসমুহের আল্লাহ ছাড়া গায়ের আল্লাহর মহব্বত দেলের দুষমনকে কাটিয়া ছাফ করিয়া নিম্ন দিকে সাত তবক জমিন ভেদ করিয়া 'তাহাতুছছারাত' পর্যন্ত গেল। শেষে "ইলাহার" তীর রূহ হইতে আরম্ভ করিয়া আখফার মধ্য দিয়া ক্বল্‌বে পড়িতেছে। এবং ক্বল্‌বে "আল্লাহ্" শব্দ চাপের সহিত পড়িলে ছের লতিফায় ধাক্কা দেয়। এবং "হু" শব্দ ছেরে ধাক্কা খায়। এখন কয়েক মর্ত্তবা এইরুপ করিলে মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্ বলিয়া

শ্বাস ছাড়িবে। মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্ ছের ভেদ করিয়া ক্বল্‌বে পড়ে এবং হযরতের এস্কের আগুন দ্বারা সমস্ত কুপথকে এবং দেলের দুযমনকে পুড়িয়া ছাফ করে। ছাফ হইয়া আল্লাহর জাত পাকের দিকে মিশে ফানায় পৌছাইবে। হরহালে নফির জেকের করিবে।

"শুধু নাপাকি অবস্থায় মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্ বলিবে না।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ পীরের বিনা এজাজতে ইহা আমল করার চেষ্টা করা নিঃস্ফল। ফায়দা তো হইবে না বরং জোর করিয়া মশ্‌ক করিলে বিপরীত ক্রিয়ার সম্ভাবনা থাকে। অতএব কামেল মোর্শেদের এজাজত অনুযায়ী আমল করিবে।

(অবশিষ্ট লতিফা ও আমলসমূহ পরবর্তীতে প্রকাশ করা হইবে।)

রহমতের জিকিরঃ

ইয়া আল্লাহু, ইয়া রাহমানু, ইয়া রাহিমু, ইয়া হাইউল, ইয়া কাইয়ুম।

রহমতের দরুদঃ

আল্লাহুমা সাল্লিআলা সাইয়্যেদেনা মুহাম্মাদিন মুজহারে রহমতেকা ওলাইহি ওয়া সাল্লিম।

ছিরাজুম মনিরার দরুদঃ

আল্লাহুমা সাল্লিয়ালা সাইয়েদেনা মুহাম্মাদিন ছিরাজুম মনিরা ওয়ালাইহি ওয়া সাল্লিম।

নফল নামাজ বকসাইবার নিয়মঃ

নিজ পীর হইতে এই সিল-সিলায় সমস্ত পীর মাশায়েখগণসহ হুজুরে পাক (সাঃ) হইতে বাবা আদম (আঃ) পযন্ত তামাম জাহানের নবী, ওলী, গাউস, কুতুব ও আপন পিতা, মাতা হইতে সমস্ত ইগানা গুষ্ঠির

ও পীর ভাই, পীর বোন, জাকের ভাই, জাকের বোন সকলের আত্মায় ইহার সওয়াব পৌছাইয়া তারপর নিজ মোকছেদ আল্লাহর কাছে পেশ করিতে হয়। (নিজ পীর ও পীর ভাই, পীর বোন জীবিত থাকিলে তেনাদের হায়াত দারাজের কথা উল্লেখ করিতে হইবে।)

কাদরিয়া ও চিশতিয়া তরিকার ছবকাদীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও জেকের প্রনালীঃ

কাদরিয়া তরিকায় লতিফা সমূহের স্থানঃ

১। লতিফায়ে ক্বলব বাম স্থানে দুই আঙ্গুলী নীচে।

২। লতিফায়ে রুহু ডান স্থানে দুই আঙ্গুলী নীচে।

৩। লতিফায়ে ছের করার উপরে বক্ষ দেশের মধ্যস্থলে।

৪। লতিফায়ে খফি কপালে সেজদার স্থানে।

৫। লতিফায়ে আখফা মস্তকের তালুতে।

৬। লতিফায়ে নফছ নাভীর উপরে।

ফাতেহা শরীফ পাঠ করিয়া পূর্বোক্ত মুনাজাতের ন্যায় মুনাজাত করিবে। শুধু পীরগণের জায়গায় কাদরিয়া ও চিশতিয়া তরিকার সর্দ্দার ও পীরগণের আত্মায় সওয়াব পৌছাইতে হইবে।

কাদরিয়া তরিকার অন্যান্য নিয়ম সমূহঃ

এশায় ১০০ বার দরুদ পাঠ করিবে।

দরুদঃ আল্লাহুম্মা ছাল্লেআলা ছাইয়্যেদেনা মোহাম্মাদেন মা'য়াদানেল জুদে আল কারাম। ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লিম

নিয়তঃ ক্বলবের দিকে মোতওয়াজ্জাহ হইয়া নিজ পীর ও হুজুর (সাঃ) এর অছিলা করিয়া তাহার ক্বলব হইতে তাওয়াজ্জাহ মহব্বত ও জেয়ারতের ফায়েজ আমার ক্বলবে আসুক।

ফজরে নিম্ন দরুদ ১০০ বার-

দরুদঃ আল্লাহুম্মা ছাল্লেআলা ছাইয়্যেদেনা মোহাম্মাদেন ছাইয়্যেদেল মোরছালিন অ-আলা মহিয়ে ছুন্নতি এরশাদে আওলাদে হীশ শায়খে আব্দুল কাদের জিলানী (রঃ) ইমামত তরিকাতে অল আওলিয়ায়েল কামেলিন।

নিয়তঃ আমি আমার ক্বলবের দিকে মোতওয়াজ্জাহ আছি, আমার ক্বলব জনাব পীর সাহেব কেবলার ক্বলবের দিকে মোতওয়াজ্জাহ, পীর বাবার ক্বলব মাহবুবে ছোবহানি কুতুবে রব্বানি গাউসুল আজম হযরত পীরানে পীর সৈয়দ আব্দুল কাদের জিলানী (রঃ) এর ক্বলবের দিকে মোতওয়াজ্জাহ আছে। তাহার ক্বলব হইতে তাওয়াজ্জাহ মহব্বত ও জেয়ারত আমার নসিব হউক।

❁ এশা ও ফজরে দরুদ বাদে পাছে আন পাছ জেকের করিবে। শ্বাস ফেলিবার সময় "লা-ইলাহা" এবং শ্বাস টানার সময় "ইল্লাল্লাহ" এই রুপে জেকের করাকে পাছে আন পাছ বলে।

জরবীর বিবরণঃ

১নং জরবীঃ এক জরবীর জেকের ক্বলব ও গলদেশে এক সঙ্গে অথবা ক্বলবে একবার গলায় একবার জেকের করাকে এক জরবী বলে।

২নং জরবীঃ আল্লাহু শব্দকে একবার মুখে, একবার গলদেশে, একবার দক্ষিন জানুতে ও দ্বিতীয় বার ক্বলবে আঘাত করিবে।

৩নং জরবীঃ চারিজানু পাতিয়া বসিয়া আল্লাহু শব্দকে একবার দক্ষিন জানুতে এশা ও ফজরে দরূদ বাদে পাছে আন পাছ জেকের করিবে। শ্বাস ফেলিবার সময় "লা-ইলাহা" এবং শ্বাস টানার সময় "ইল্লাল্লাহ" ইহাকে পাছে আন পাছ বলে।

❁এক জরবী জেকের ক্বলব ও গলদেশে এক সঙ্গে অথবা ক্বলবে একবার, গলায় একবার জেকের করাকে জরবী বলে।

২নং জরবী ঃ আল্লাহু শব্দকে একবার মুখে একবার গলদেশে একবার দক্ষিন জানুতে ও ২য় বার ক্বলবে আঘাত করিবে।

৩নং জরবী ঃ চারি জানু পাতিয়া বসিয়া আল্লাহু শব্দকে একবার দক্ষিন জানুতে দ্বিতীয় বার বাম জানুতে ও তৃতীয় বার ক্বলবে অপেক্ষাকৃত জোরে আঘাত করিবে।

৪নং জরবীঃ চারি জানু পাতিয়া বসিয়া একবার আল্লাহু নামকে ডান জানুতে, দ্বিতীয় বার বাম জানুতে, তৃতীয় বার ক্বলবে ও চতুর্থ বার অপেক্ষাকৃত সজোরে উচ্চঃস্বরে সম্মুখে আঘাত করিবে।

CS CamScanner

নিয়তঃ

আমি আমার ক্বলবের দিকে মোতওয়াজ্জাহ আছি। আমার ক্বলব জনাব পীর সাহেব কেবলার ক্বলবের অসিলায় আল্লাহুতায়ালার দিকে মোতাওয়াজ্জাহ আছে।

কাদেরিয়া তরিকার নেছবৎ অনুযায়ী ১নং হইতে ৪ জরবী জেকেরের ফায়েজ আমার ক্বলবে আসুক।

নফির নিময়ঃ "লা" শব্দকে নাভী দেশ হইতে বাহির করিয়া রুহের উপর দিয়া ডান স্কন্ধ পর্যন্ত পৌছাইবে তৎপর "ইলাহা" কে মাথার তালু (আখফা) হইতে বাহির করিয়া পেশানীর (খফির) উপর দিয়া ছের লতিফায় পৌছাইবে এবং তথা হইতে ইল্লাল্লাহ শব্দকে ক্বলবের উপরে সজোরে আঘাত করিবে।

নিয়তঃ একই শুধু কাদেরীয়া তরিকার নেছবত অনুয়ায়ী জাতে আল্লাহ্ হইতে নফি এছবাতের ফায়েজ আমার ক্বলবে আসুক।

(রহমতের ফায়েজ মোজাদ্দেদি ও নক্সাবন্দি তরিকার মত।)

ক্বলবে তওবা, রুহে এনাবত, ছেরে জেহাদ, খফিতে অরা, আখফায় শোকর, নফছে তাওয়াক্কাল, (আব) পানিতে কানায়াত, আগুন তছলিম, মাটিতে রেজাবন্ধী, বায়ুতে ছবুর, এর মোরাকাবা করিতে হয়।

মোরাকাবা নিয়ত নিম্ন রুপঃ

নিয়তঃ আমি আমার আখফার দিকে মোতওয়াজ্জাহ আছি। আমার আখফা জনাব পীর সাহেব কেবলার আখফার অছিলায় জনাব হযরত সৈয়দ আব্দুল কাদের জিলানী (রহঃ) এর আখফার দিকে মোতওয়াজ্জাহ আছে। তাহার আখফা হইতে হকিকতে মোকামে শোকরের ফায়েজ আমার আখফায় আসুক।

সব মোরাকাবায় একই রুপ শুধু আখফার জায়গায় অন্য লতিফার নাম বসাইতে হইবে।

চিশতিয়া তরিকার নিয়মঃ

এই তরিকায় শিক্ষার্থীগণ এশার নামাজ বাদ নিম্ন রুপ দরূদ ১০০ বার পাঠ করিবে।

দরূদঃ আল্লাহুম্মা ছাল্লে আলা ছাইয়্যেদেনা মোহাম্মাদেন্‌নীন নবীয়েল উম্মীয়ে ওয়া আলিহি ওয়া ছাল্লিম।

নিয়তঃ কাদরিয়া তরিকার এশার দরূদের মত।

ফজরে নিম্ন দরূদ ১০০ বার পড়িবেঃ

দরূদঃ আল্লাহুম্মা ছাল্লে আলা ছাইয়্যেদেনা মুহাম্মাদিন ছাইয়্যেদিল মুরছালিন ওয়া আলা মুহীয়ে ছুন্নাতিশ শায়েখে ওয়াল খাওয়াজাতে ময়েন উদ্দিন চিশ্‌তিয়ায়ে, ইমামেত তরিকাতে আল আউলিয়া ইল কামেলীন (রহঃ)।

নিয়তঃ আমি আমার ক্বলবের দিকে মোতওয়াজ্জাহ আছি। আমার ক্বলব জনাব পীর সাহেব কেবলার দিকে মোতওয়াজ্জাহ। পীর বাবার ক্বলব হযরত খাজা গরিবে নেওয়াজ ময়েন উদ্দিন চিশতি (রহঃ) এর ক্বলবের দিকে মোতওয়াজ্জাহ আছে। তাহার ক্বলব হইতে তাওয়াজ্জাহ মহব্বত ও জেয়ারত আমার নছিব হউক।

চিশতিয়া তরিকার জলি ও নফি এছবাতের নিয়মঃ

কেবলামুখী হইয়া চারি জানু পাতিয়া বসিবে। ডান পায়ের বৃদ্ধা ও তর্জনী আঙ্গুলের দ্বারা বাম পায়ের হাটুর পেছনে যে দুইটি শিরা আছে তার সামনের শিরাটি টিপিয়া ধরিয়া জেকের করিবে।

"লা" শব্দকে নিঃশ্বাস যোগে নাভি হইতে বাহির করিয়া ডান স্কন্ধ পর্যন্ত পৌঁছাইবে। তৎপর "ইলাহ" শব্দকে তথা হইতে মস্তিস্ক মুল পর্যন্ত পৌঁছাইবে এবং আল্লাহ ছাড়া সমস্ত প্রেম অন্তর হইতে দুরীভূত হইতেছে ভাবিবে।

তৎপরে নিঃশ্বাস পরিত্যাগ কালে "ইল্লাল্লাহ্" শব্দকে মস্তিস্ক মুল হইতে ক্বলবের উপর সজোরে আঘাত করিবে। ইহাই নফির সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

ক্বলবের দুইটি দ্বারের মধ্যে ১ম দ্বারটি দেহের সহিত সংযুক্ত ও ২য় দ্বারটি রুহের সহিত সংযুক্ত আছে। তাই উপরের দ্বার জলী ও নীচের দ্বার খফি জেকের দ্বারা খুলিয়া যায়।

খফি জেকেরঃ

চিশতিয়া মতে এই জেকেরকে পাছে আন পাছ বলে। ইহার মর্ম প্রত্যেক নিঃশ্বাসের প্রতি লক্ষ করিবে। প্রত্যেক নিঃশ্বাসের সহিত "লা ইলাহা" কালেমার জেকেরে ধ্যান করিবে। তৎপর নিঃশ্বাস ত্যাগ করার সময় "ইল্লাল্লাহ" জেকেরের ধ্যান করিবে।

কাদেরিয়া তরিকার মত বাকী ধ্যানসমূহ মোকামাতে আশারা উপর ভিত্তি করিয়া করিবে। তৎপরে (ক) আল্লাহু মায়ী (আল্লাহ আমার সঙ্গী) "আল্লাহু শাহেদী" (আল্লাহ আমার সাক্ষ্য দাতা)

CamScanner

"আল্লাহু নাজেরী" (আল্লাহ আমার অবস্থা দর্শনকারী) "আল্লাহু হাজেরী বা ইন্নাহু বিকুল্লে শ. ইয়েন মহীত" (নিশ্চয় তিনি প্রত্যেক বস্তুর পরিবেশনকারী)। উক্ত শব্দগুলির অর্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া দেলে ও মুখে উচ্চারণ করিবে। ইহাতে ফানা ও বাকা লাভ ইহবে।

মোনাজাত

দয়ার সাগর দাতা করুনা নিদান,
দয়াবান কেহ নাই তোমার সমান।
সহায় সম্বল হীন আমি নিরুপায়,
অসক্ত অক্ষম অতি কি করিব হায়।
মাথায় পাপের বোঝা, মুখে নাইরে আলো,
পরান-অন্তর পাপ-কালিমায় কালো।
আদেশ ফেলিয়া নিত্য নিমেশে মজিয়া,
কুকাজে-অকাজে দ্বন্ধে রহিনুপড়িয়া।
খাওয়া পড়া সুখ আশা অন্তরেতে রাখি,
ভাল কাজ যত করি সবে দেখা দেখি।
জীবনের এই ফল আমার গফুর,
নিজ দোষে তোমা হতে হয়েছি দূর।
আমিও তোমার বান্দা যদিও নিশ্চয়,
শর্মেন্দা আমার মত কোন বান্দা নয়।
আশ্রয় নাহি গো অন্য তোমা ভিন্ন আর,
হেন নিরাশ্রয় পানে চাহ একবার।
অসংখ্য পাপের রাশি যদিও আমার,
তার চেয়ে খুব বেশী দয়া যে তোমার।

পাপের সাগরে আমি গিয়াছি ডুবিয়া,
আশা কিন্তু নিজ হাতে ধরি নিবে উঠাইয়া।
তাড়াইড়য়া দাও কিংবা কর আহবান।
ছাড়িবনা এ দুয়ার যায় যাবে প্রাণ।
নাহি সাধনার বল, পথের সম্বল,
ভরসা তোমারি দয়া সহায় কেবল।
হৃদয় পরাণে হেন শত আশা ধরি,
কিন্তু কোন শক্তি নাই আশা পূর্ণ করি।
অগ্নি পুজককে শত কর মুসলমান।
আমাকে ও সেই দয়ায় কর দয়াবান।

(সংকলিত)